রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ১১, ১৯৮৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ১১ই মার্চ, ১৯৮৭/২৬শে ফাল্গুন, ১৩৯৩

নং এস, আর, ও, ৩২-এল/৮৭/শা-১০/নিম্ন-৭/৮৭—১৯৬১ সালের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৩৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ৬(১)(ক) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত অধ্যাদেশের ৫ ধারার বিধান মোতাবেক "হিমাগার ও বরফকল" শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরীর হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একই অধ্যাদেশের ৩ ধারার অধীনে গঠিত নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশকৃত এবং নিম্ন তফসিলে বর্ণিত মজুরীর হারসমূহ উপরোল্লিখিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীর হার হইবেঃ

তফসিল

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মাসিক মূল মজুরী	মাসিক প্রান্তিক ভাতা	মাসিক মোট মজুরী
	টাকা	টাকা	টাকা
দক্ষ-১ঃ (১) একাউন্টটেন্ট (২) হেড অপারেটর (৩) চীফ অপারেটর (৪) অপারেটর ইনচার্জ	১১২০	৪৭৬	১৫৯৬
দক্ষ-২ঃ (১) সুপারভাইজার (২) অপারেটর	৮৭২	৪০২	১২৭

মূল্য : ৩০ পয়সা

শ্রমিক পরিবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মাসিক মূল মজুরী	মাসিক প্রান্তিক ভাতা	মাসিক মোট মজুরী
	টাকা	টাকা	টাকা
আধা-দক্ষ-১ঃ	৮০৮	৩৮২	১১৯০
(১) ইলেকট্রিশিয়ান			
(২) কেরানী (সকল প্রকার)			
(৩) ক্যাশিয়ার			
আধা-দক্ষ-২ঃ	৬৪৮	৩৩৪	৯৮২
(১) ট্যাংকম্যান			
(২) হেল্পার			
অদক্ষঃ	৫৬০	৩০৮	৮৬৮
(১) দারোয়ান			
(২) পিয়ন			
(৩) ঝাড়ুদার			

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রান্তিক ভাতা বলিতে বুঝায়ঃ

১। বাড়ী ভাড়া ভাতা—মূল মজুরীর ৩০%।

২। চিকিৎসা ভাতা—১০০ টাকা মাসিক।

৩। যাতায়াত ভাতা—৪০ টাকা মাসিক।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাইজুদ্দিন আহমেদ
উপ-সচিব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এতদসংগে হিমাগার ও বরফকল শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ডের সুপারিশ, ১৯৮৬ সালের সুপারিশ হুবহু প্রকাশ করা হইলঃ

বাংলাদেশ নিম্নতম মজুরী বোর্ড

"হিমাগার ও বরফকল" শিল্প প্রতিষ্ঠান

সুপারিশ, ১৯৮৬

১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং ৩৯)-এর ৫(১) ধারার বিধান অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯শে জুন, ১৯৮৪ তারিখের এস,আর,ও, ২৬৭-এল/৮৪/শা-১০/২(১)৮৪ নম্বর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অত্র বোর্ডকে 'হিমাগার ও বরফকল' শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী সুপারিশের নির্দেশ দেন এবং উক্ত শিল্পে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ৮ই জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখের এস,আর,ও, ২৭-এল/৮৫/শা-১০/২(১)/৮৪ নম্বর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত শিল্পের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য নিয়োগ করেন।

বোর্ড "হিমাগার ও বরফকল" পরিদর্শন করিয়া উহার বর্তমান অবস্থা, শ্রমিকদের কার্য-পদ্ধতি, জীবিকা নির্বাহের ব্যয়, মজুরী রেজিষ্টার, মালিকের মজুরী প্রদানের পদ্ধতি, অর্থ-নৈতিক অবস্থা এবং আরও কতিপয় বিষয় পর্যবেক্ষণক্রমে খসড়া সুপারিশ প্রণয়ন করেন এবং নিম্নতম মজুরী বিধিমালার ১৫(১) বিধি মোতাবেক উক্ত খসড়া সুপারিশ সাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটের মারফত প্রচার করেন।

অতঃপর খসড়া সুপারিশ পর্যালোচনাক্রমে ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ৫ ধারা মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করেনঃ

(১) "হিমাগার ও বরফকল" শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিভিন্ন পদবী, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কাজের ধারা, ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে (১) দক্ষ-১, (২) দক্ষ-২, (৩) আধাদক্ষ-১, (৪) আধাদক্ষ-২ ও (৫) অদক্ষ এই ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যাহা সংযোজিত পরিচ্ছেদ "ক"-এ বলা হইয়াছে।

(২) এই সুপারিশ ঘোষণার পর হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকগণ "ক" পরিচ্ছেদে বর্ণিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক/কর্মচারীদের যথাযথ পদে সান্নবেশিত করিয়া মজুরী রেজিষ্টারভুক্ত করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে মজুরী "স্লিপ" প্রদান করিবেন।

(৩) যদি কোন কারণে কোন পদ "ক" পরিচ্ছেদে উল্লেখ না থাকে তবে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক অবশ্যই উক্ত পদের শ্রেণী নির্ধারণক্রমে "ক" পরিচ্ছেদে লিখিত নিম্নতম মজুরী প্রদান করিবেন এবং অনাতাবিলম্বে এই সংশোধনের বিষয় নিম্নতম মজুরী বোর্ডে জানাইবেন।

(৪) যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন শ্রমিক ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে সেই শ্রমিকও ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশ-এর ২(৯) ধারা অনুযায়ী "শ্রমিক" বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্ত নিয়োগকারী ঠিকাদার মালিকের ন্যায় কার্য করিবেন।

(৫) "ক" পরিচ্ছেদে উল্লেখিত মজুরী নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে অর্থাৎ প্রদেয় মজুরী উক্ত মজুরী হইতে কম হইবে না। উক্ত মজুরী অপেক্ষা কোথাও যদি অধিক হারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকে তবে তাহা হ্রাস করা যাইবে না। নিয়োগকর্তা/মালিক পক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেদের উদ্যোগে বা এককভাবে বা যৌথ চুক্তি অনুযায়ী কোন শ্রমিক অথবা শ্রমিকদের অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রমিকদিগকে ফুরণভিত্তিক মজুরী দিয়া থাকেন তবে তাহাকে এই সুপারিশ মোতাবেক তাহাদের মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম না পায়।

(৭) "ক" পরিচ্ছেদে উল্লেখিত নিম্নতম মজুরী মাসিক মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং কার্যকাল ফ্যাক্টরী আইনে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৮) পূর্বে মূল মজুরী ও মহার্ঘ ভাতা আলাদাভাবে দেখানো হইত। বর্তমান সুপারিশে মূল মজুরী ও মহার্ঘ ভাতা আলাদাভাবে না দেখাইয়া একই সাথে দেখানো হইয়াছে।

(৯) "ক" পরিচ্ছেদে উল্লেখিত নিম্নতম মজুরী ছাড়া শ্রমিকগণ অন্যান্য যেসব সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহা বলবৎ থাকিবে।

এ, কে, এম, আজিজুল হক
চেয়ারম্যান
নিম্নতম মজুরী বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ডঃ তাহেরুল ইসলাম
নির্দলীয় সদস্য।

কে, এম, নাসিরুল হক
মালিক পক্ষের সদস্য।

আবদুল ওয়াদুদ খন্দকার
মালিক পক্ষের সদস্য।

মোঃ ওয়াহেদ মিয়া
শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

"ক" পরিচ্ছেদ

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণী বিভাগ	মাসিক মূল মজুরী	মাসিক প্রান্তিক ভাতা	মাসিক মোট মজুরী
	টাকা	টাকা	টাকা
দক্ষ-১ঃ	১১২০	৪৭৬	১৫৯৬
(১) একাউন্টটেন্ট			
(২) হেড অপারেটর			
(৩) চীফ অপারেটর			
(৪) অপারেটর ইনচার্জ			
দক্ষ-২ঃ	৮৭২	৪০২	১২৭৪
(১) সুপারভাইজার			
(২) অপারেটর			
আধা-দক্ষ-১ঃ	৮০৮	৩৮২	১১৯০
(১) ইলেকট্রিশিয়ান			
(২) কেরানী (সকল প্রকার)			
(৩) ক্যাশিয়ার			
আধা-দক্ষ-২ঃ	৬৪৮	৩৩৪	৯৮২
(১) ট্যাংকম্যান			
(২) হেল্‌পার			
অদক্ষঃ	৫৬০	৩০৮	৮৬৮
(১) দারোয়ান			
(২) পিয়ন			
(৩) ঝাড়ুদার			

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—প্রান্তিক ভাতা বলিতে বুঝায়ঃ—

বাড়ী ভাড়া ভাতা ... মূল মজুরীর ৩০%।

চিকিৎসা ভাতা ... ১০০ টাকা মাসিক।

যাতায়াত ভাতা ... ৪০ টাকা মাসিক।

খন্দকার ওবায়দুল মোত্তালেব, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
সৈয়দ রফিউল হোসেন, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।